ঝিনাইদহের শৈলকুপায় শিশু ধর্ষণ মামলায় একজনের যাবজ্জীবন

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ৫ বছরের এক কণ্যা শিশুকে ধর্ষণ মামলায় তরিকুল জোয়ার্দ্দার ওরফে এমপি নামের একজনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে আদালত।

আজ বুধবার (৬মার্চ) সকালে জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোঃ মিজানুর রহমান এ রায় প্রদাণ করেন। দন্ডিত তরিকুল ইসলাম উপজেলার ক্ষুদ্র রয়েড়া গ্রামের মৃত মেনদায় জোয়ার্দ্দারের ছেলে।

মামলার রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী বজলুর রহমান জানান, ২০২১ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি শৈলকুপা উপজেলার বাহির রয়েড়া গ্রামের ৫ বছরের এক কণ্যা শিশুকে ধর্ষণ করে পার্শবর্তী ক্ষুদ্র রয়েড়া গ্রামের তরিকুল জোয়ার্দ্দার ওরফে এমপি। নির্যাতিতা পরিবারকে জানালে পরদিন তার চাচা বাদী হয়ে তরিকুলকে আসামী করে শৈলকুপা থানায় একটি মামলা দায়ের করে। দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে বুধবার ওই মামলার আসামী তরিকুলকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও ১ লাখ টাকা জরিমানা করে। জরিমানা অনাদায়ের আরও ৪ মাসের সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দেয়।

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে ট্রাক চাপায় কলেজ ছাত্র নিহত

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে ট্রাক চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী সাহেদ আলী
(২০) নামের এক কলেজ ছাত্র নিহত হয়েছে। আজ বুধবার (৬মার্চ) সকালে কালীগঞ্জ পৌরসভার বিহারী মোড় নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সাহেদ উপজেলার ঈশ্বরবা গ্রামের রমজান আলীর ছেলে। এবছর এইচএসসি পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরিক্ষায় অংশ নিচ্ছে। ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করেছে কালীগঞ্জ থানা পুলিশ।

কালীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার শেখ মামুনুর রশিদ জানান, সকালে মোটরসাইকেল যোগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কালীগঞ্জ শহরে আসছিল সাহেদ আলী। পথিমধ্যে শহরের বিহারীমোড় নামক স্থানে পৌছালে সামনের দিক থেকে আসা রড বোঝাই একটি ট্রাকের সাথে মোটর সাইকেলটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু আজিফ জানান, কালীগঞ্জ পৌরসভার বিহারী মোড় নামক স্থানে ট্রাক চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী সাহেদ আলী নামের এক কলেজ ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে কোন মামলা না করায় মৃতদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে।

কোটচাঁদপুরে পিতা-মাতা আর ছোট ভাইয়ের লাটির আঘাতে জীবন গেল যুবকের

স্ত্রীর উপর নির্যাতনের প্রতিবাদ করায় পিতা-মাতা আর ছোট ভাইয়ের লাটির আঘাতে জীবন গেল রেজাউল ইসলামের (২৪)। গতকাল সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে চৌগাছা উপজেলার নারায়ণপুর ইউনিয়নের বড়খানপুর গ্রামে। ওইদিন রাতে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় সে। ওই ঘটনায় মা সালেহাকে আটক করেছেন কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ।

স্থানীয় ইউপি সদস্য সামসুল আলম ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, চৌগাছার বড়খানপুর গ্রামের ঢাকা পাড়ার বাসিন্দা আয়তাল হোসেন (৬০)। পারিবারিক কলহের কারনে বড় দুই ছেলে বাবা- মা থেকে আলাদা সংসারে বসবাস করতেন রেজাউল ইসলাম।

রেজাউল ইসলাম বিয়ের পর থেকে মা সালেহা স্ত্রী সুমি আক্তারের উপরে নানাভাবে অত্যাচার নির্যাতন করতেন।গতকাল সোমবার সকালে মা সালেহা বেগমের অত্যাচার নির্যাতনের প্রতিবাদ করেন ছেলে রেজাউল।

এতে করে কলহে জড়িয়ে পড়েন তারা। এক পর্যায়ে পিতা আয়তাল হোসেন ও ছোট ছেলে মনির রেজাউলকে ধরে রাখেন। আর মা সালেহা বেগম রেজাউলের শরিরের বিভিন্ন স্থানে শক্তলাঠি দিয়ে মারপিট করে। ওই ঘটনায় গুরুতর আহত হন রেজাউল ইসলাম।

এ সময় স্ত্রী সুমি গ্রাম্য ডাক্তার ডেকে আনলে চিকিৎসায় বাধা দেন তারা। এরপর সময় যত যেতে থাকে অবস্থার অবনতি হয় রেজাউলের। পরে রাত ১০ টার দিকে অবস্থা খারাপ দেখে স্ত্রী সুমি আক্তার স্থানীয়দের সহযোগীতায় স্বামী রেজাউলকে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। এরপর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান সে।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক রাজিয়া সুলতানা (ডানা) বলেন,রোগী ভর্তি করা হয়েছিল। কি কারনে ভর্তি করেছিলাম । আর রোগী কেমন ছিল সেটা খাতায় লেখা আছে দেখে নেন।

এ দিকে ওই ঘটনায় মা সালেহাকে আটক করেছেন বলে জানিয়েছেন কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল- মামুন। তিনি বলেন, পারিবারিক কলহের কারনে এ হত্যা কান্ড ঘটেছে। মৃত দেহ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। বিষয়টি চৌগাছা থানা পুলিশকে জানানো হয়েছে, ওনারা এসে মৃত দেহ ও আটককৃত সাহেলাকে নিয়ে যাবেন।

চৌগাছা থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) ইকবাল বাহার চৌধুরী বলেন, ওই ঘটনায় কোনো অভিযোগ পায়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে শি*শু*র মৃ*ত্যু

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে সিয়াম হোসেন (৮) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৫মার্চ) সকালে উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের যাদবপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহত সিয়াম হোসেন ওই গ্রামের জামিরুল ইসলামের বড় ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, সিয়াম আজ সকাল আনুমানিক ৯ টার সময় বাড়ির পাশে ইদ্রিসের বাড়িতে যায় পাওনা টাকা আনার জন্য। সেখান দ্রুত যাওয়ার সময় ইদ্রিস আলীর বাড়ির উঠানে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হয়। এর পর স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সফিকুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, সিয়াম হোসেন (৮) নামের এক শিশু অসাবধানতা বসত: হোঁচট খেয়ে পড়ে মৃত্যু বরণ করেছে।

ঝিনাইদহে গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হাটগোপালপুর এলাকা থেকে ১২ কেজি গাঁজাসহ আল আমিন (৪৩) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার (৫ মার্চ) ভোররাতে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত আল আমিন খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার মুসলিমপাড়া গ্রামের মৃত আব্দুল মতিনের ছেলে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শাহীন উদ্দিন জানান, ভোরে হাটগোপালপুর এলাকার ছয়াইল রোডে মাদক ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালায় হাটগোপালপুর পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা। সেসময় অন্যরা পালিয়ে গেলেও ঘটনাস্থল থেকে আটক করা হয় খাগড়াছড়ির মুসিলমপাড়া গ্রামের আল আমিনকে। পরে তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ১২ কেজি গাঁজা। এ ঘটনায় সদর থানায় একটি মামলা হয়েছে।

মহেশপুরে প্রতিবন্ধী নারীকে নির্যাতনের ঘটনায় ৫ জন আটক

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলায় মানসিক প্রতিবন্ধী নারীকে অমানসিক নির্যাতন করার ঘটনায় ৫ জনকে আটক করেছে পুলিশ। সোমবার (০৪মার্চ) রাতে উপজেলার খোশালপুর গ্রাম থেকে নির্যাতনকারী ওই ৫ জনকে আটক করে পুলিশ।

আটককৃতরা হলো-খোশালপুর গ্রামের জলিল তরফদারের ছেলে মুহিত তরফদার, তার ছেলে রাব্বি তরফদার, নুরুল আমিনের ছেলে তারিখ মনোয়ার, সানোয়ার হোসেনের ছেলে উসমান আলী ও নেপা গ্রামের খায়রুল ইসলামের ছেলে নাজমুল হোসেন।

মহেশপুর থানার ওসি মাহাব্বুর রহমান জানান, সোমবার বিকেলে ওই এলাকার কাপড় ব্যবসায়ী মহির উদ্দিনের দোকানের সামনে শুয়ে ছিলো ৪৫ বছর বয়সী এক নারী প্রতিবন্ধী। দুপুর ৩ টার দিকে মহির উদ্দিনের ছেলে রাব্বি হোসেন ওই নারীকে দোকানের সামনে থেকে চলে যেতে বলে। ওই নারী চলে না গেলে তাকে লাঠি দিয়ে গুতা দেয় রাব্বি হোসেন। সেসময় ওই নারী রাব্বীর দিকে ছুটে যায়।

পরে দোকান খোলার পর মানসিক প্রতিবন্ধী ওই নারী দোকানে ঝোলানো তালা খুলে ফেলে। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে মহির উদ্দিন, তার ছেলে রাব্বি, পাশের দোকানি নাজমুলসহ ৫জন ওই নারীকে লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারপিট করে। দোকানের সামনে ফেলে মাথায় আঘাত করা হয়। এ ঘটনায় একটি ভিডিও স্থানীয় এক যুবক ধারণ করে।

বিষয়টি জানাজানি হলে রাতেই পুলিশ অভিযান চালিয়ে ওই ৫ জনকে আটক করা হয়। মানসিক প্রতিবন্ধী নারীর পরিচয় না পাওয়ায় পুলিশের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করে আসামীদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

ঝিনাইদহে কৃষক হত্যা মামলায় ২ জনের মৃত্যুদন্ড

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে কৃষক মশিয়ার রহমান হত্যা মামলায় ২ জনের মৃত্যুদন্ডাদেশ দিয়েছে আদালত। একই মামমলায় অপর ৬ আসামি কে বেকসুর খালাস প্রদান করেছে।

আজ সোববার (৪মার্চ) দুপুরে ঝিনাইদহের সিনিয়র দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোঃ নাজিমুদ্দৌলা এ দন্ডাদেশ প্রদাণ করেন।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ইসমাইল হোসেন জানান, ২০১৪ সালের ২৬ মে রাত সাড়ে ৭টার দিকে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার আদর্শ আন্দুলিয়া গ্রামে বাড়ির পুর্ব দিকে রাস্তার পাশে নিজ বৈঠক খানায় বসে ছিলেন ওই গ্রামের মশিয়ার রহমান। সেসময় পুর্ব শত্রুতার জের ধরে একই গ্রামের লিটন বিশ্বাস, মনিরুল বিশ্বাসসহ আরও কয়েকজন তাকে টেনে হিঁচড়ে আসামি মনিরুলের টিউবয়েলের নিকট নিয়ে গিয়ে লোহার রড, হাতুড়ি ও বাঁসের লাঠি দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে পরে অবস্থার অবনতি হলে প্রথমে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল ও পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে পরদিন তিনি মারা যায়।

এ ঘটনায় ২৭ মে নিহতের ভাই মোঃ মতিয়ার রহমান বাদি হয়ে ৮জনের বিরুদ্ধে থানায় হত্যা মামলা দায়ের করে। মামলার বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় ৩৭৪ ধারার বিধান মোতাবেক আসামী লিটন বিশ্বাস এবং মনিরুল বিশ্বাস কে মৃত্যুদন্ড এবং ১লাখ টাকা করে জরিমানা করে আদালত। মামলার অপর ৬ আসামি ইমদাদুল বিশ্বাস, রাজু বিশ্বাস, মজিদুল বিশ্বাস, ছানোয়ার মন্ডল, ওহিদুল ইসলাম এবং মাহাবুল বিশ্বাস আদালতে দোষী প্রমানিত না হওয়ায় বেকসুর খালাস প্রদান করে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ঝিনাইদহে মাছচাষী হত্যা মামলায় ৫ জনের যাবজ্জীবন

ঝিনাইদহে মাছ চাষী শরিফুল ইসলাম টুলু হত্যা মামলায় ৫ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে আদালত। আজ রোববার (৩মার্চ) সকালে ঝিনাইদহের অতিরিক্ত দায়রা জজ প্রথম আদালতের বিচারক মোঃ বাহাউদ্দিন আহমেদ এ দন্ডাদেশ প্রদাণ করেন।

মামলার রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ইসমাইল হোসেন জানান, ২০০৯ সালের ৭ সেপ্টেম্বর বিকেলে সদর উপজেলার লাউদিয়া গ্রামের একটি পুকুরে মাছের খাবার দিয়ে বাড়ি ফিরছিলো ওই গ্রামের শফিকুল ইসলাম টুলু। সেসময় পুর্ব শত্রুতার জের ধরে একই গ্রামের জাহিদুল ইসলাম, জসিম, খোকনসহ আরও কয়েকজন তাকে লোহার রড ও হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল ও পরে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে পরদিন তিনি মারা যায়।

এ ঘটনায় ৯ সেপ্টেম্বর নিহতের ভাই সরফুদ্দিন বাদি হয়ে ৯ জনের বিরুদ্ধে থানায় হত্যা মামলা দায়ের করে। মামলার বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় আসামী জাহিদুল, খোকন, ইলিয়াস, জসিম ও সেলিমকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা করে জরিমানা করে।